জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

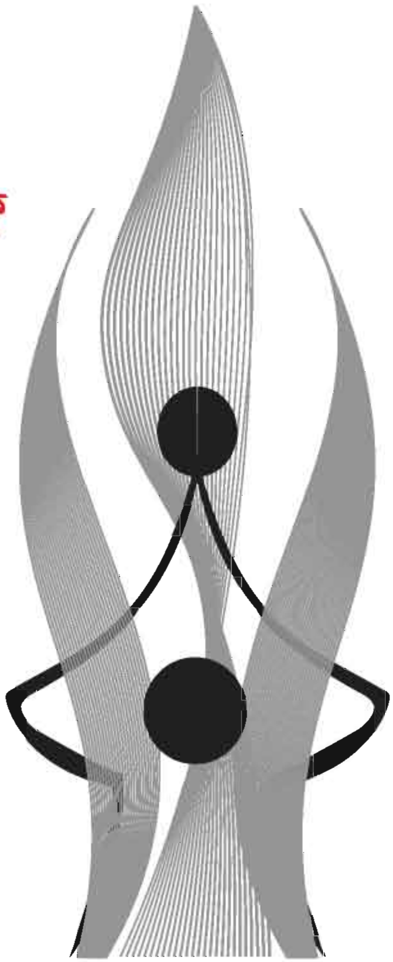

লেখক ও সম্পাদক

নিপুল কান্তি বড়ুয়া

অনুপম বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

আব্দুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

ড. আব্দুল আজিজ ফয়সাল

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই তবে শিক্ষকবৃন্দের জন্য রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠ শিক্ষার্থীদের বয়স ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।
- শিক্ষক কোমলমতি শিশুদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন-ঘনিষ্ঠ করার বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখবেন।
- শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দুই-তিন জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
- পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- পাঠদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন প্রয়োজনে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন। পাঠদানের সময় উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
- শিক্ষক নির্দেশিকা ধর্মীয় বিষয়, শ্লোক আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি/পদ্ধতি শিখনের সময় বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।
- দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিখন অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাঠদানের সময় প্রত্যাশিত উদাহরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় এবং নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গাথা বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করবেন যাতে বাস্তবভিত্তিক প্রাত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও যথাযথ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকা নমুনা প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন। ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
- সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মুল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে পূর্নমূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপন ও সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
- বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচালনা করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবেন।
- শিক্ষক নির্দেশিকা পাঠদান এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা এবং অর্জিত যোগ্যতা বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	রাজকুমার সিদ্ধার্থ	১-৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিশরণ	৬-৯
তৃতীয় অধ্যায়	প্রাতঃকৃত্য ও বন্দনা	১০-১৪
চতুর্থ অধ্যায়	পূজা	১৫-১৭
পঞ্চম অধ্যায়	শীল	১৮-২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি	২৩-২৪
সপ্তম অধ্যায়	কর্ম	২৫-২৮
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রচলিত ধর্মমত	২৯-৩১
নবম অধ্যায়	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	৩২-৩৫

প্রথম অধ্যায়
রাজকুমার সিদ্ধার্থ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ ধর্ম কী এ সম্পর্কে জানবে এবং তার নিজ ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকের নাম জানবে।
১.২ সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মস্থান, শৈশব নাম ও তাঁর মাতা–পিতার নাম বলতে পারবে।
১.৩ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম এবং জন্মের পরবর্তী দুয়েকটি ঘটনা বলতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ ধর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.১.২ নিজ ধর্মের নাম বলতে পারবে।
১.১.৩ নিজ ধর্মের প্রবর্তকের নাম বলতে পারবে।
১.২.১ সিদ্ধার্থের জন্মস্থানের নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১.২.২ গৌতমবুদ্ধের শৈশব নাম বলতে পারবে।
১.২.৩ রাজকুমার সিদ্ধার্থের মাতা–পিতার নাম বলতে পারবে।
১.৩.১ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.৩.২ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের পরবর্তী দুটি ঘটনা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ–১

শিখনফল : ১.১.১, ১.১.২ ও ১.১.৩

উপকরণ : মহামানব গৌতমবুদ্ধের চিত্র।

বিষয়বস্তু

ধর্ম হলো কতগুলো অনুসরণীয় নীতিমালার সমষ্টি। এগুলো মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন সময় মহাপুরুষগণ প্রচার করেছেন। ধর্মীয় নীতিমালা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। সকল ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলে। মানুষের মধ্যে যারা যে ধর্মের অনুসারী তারা সে ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে। যেমন, বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। মহামানব গৌতম বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

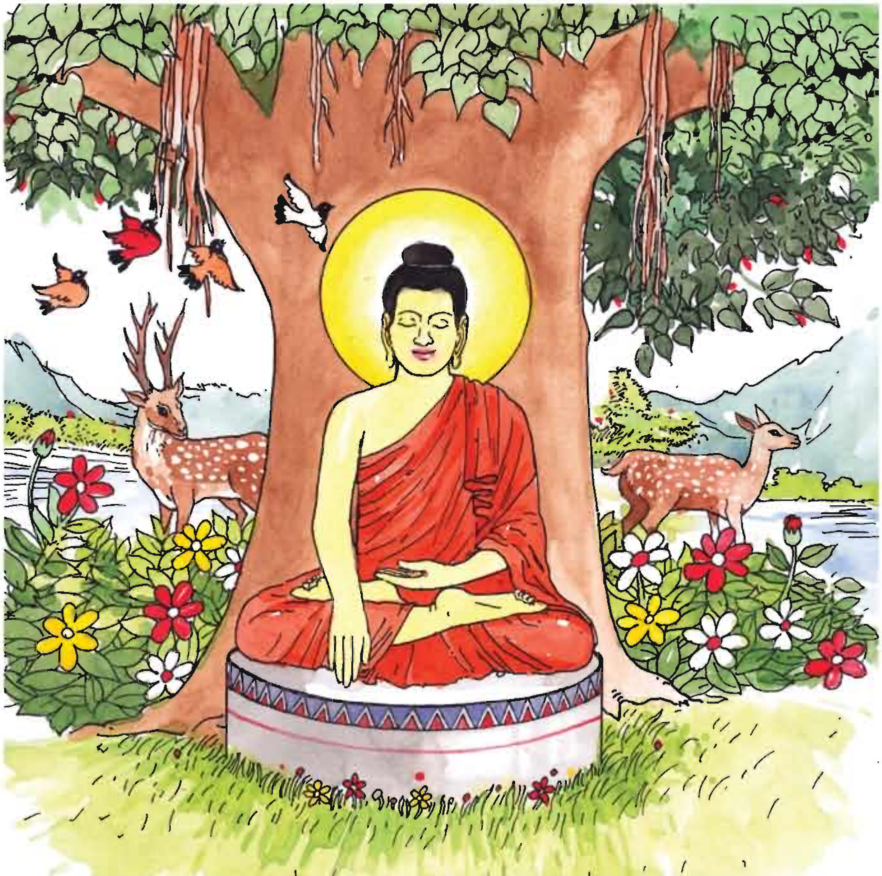
মহামানব গৌতম বুদ্ধ

আজ শ্রেণিতে পাঠদানের প্রথম কার্যদিবস। তাই শিক্ষক প্রথমে শিশুদের সাথে পরিচয় পর্ব সেরে নেবেন। তারপর চকবোর্ডে 'বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' নামটি লিখে দিয়ে বলবেন–

– তোমরা কোন ধর্ম পালন কর?

সবাই সমস্বরে বলবে বৌদ্ধধর্ম। সঠিক উত্তরদানের জন্য শিক্ষক তাদের প্রশংসা করবেন। এরপর পাঠ থেকে আরও কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিবেন। প্রশ্নগুলো এমন হতে হবে যেন শিশুরা সহজে উত্তর দিতে পারে। কোনো শিশু উত্তর দিতে না পারলে তাকে উত্তর বলে দেবেন এবং তাকে উত্তরটি পুনরায় বলতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা–নামটি পাঁচবার করে খাতায় লেখাবেন।

মূল্যায়ন

১. তুমি কোন ধর্ম পালন কর?
২. ধর্ম মানুষকে কোন পথে পরিচালিত করে?
৩. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে?
৪. কারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী?

পাঠ–২

শিখনফল : ১.২.১, ১.২.২ এবং ১.২.৩

উপকরণ : সিদ্ধার্থের জন্মলগ্নের চিত্র।

বিষয়বস্তু

অনেক অনেক বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। রানি ছিলেন মহামায়া। সিদ্ধার্থ ছিলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান। গর্ভাবস্থায় মহামায়া পিতৃরাজ্য দেবদহে যাওয়ার পথে কপিলাবস্তু রাজ্যের অদূরে লুম্বিনী নামক স্থানের এক মনোরম উদ্যানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেখানেই রানি এক ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্র সন্তানই হলো সিদ্ধার্থ। পরবর্তীতে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হন। সারাবিশ্বে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক ধীরে অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে পাঠটি পড়বেন। শিশুরা স্বভাবত চঞ্চল থাকে। তাই তারা পাঠ

মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না লক্ষ করবেন। পাঠের শিখনফল অনুযায়ী যেসব বিষয় জানা দরকার সেগুলো শিশুদের নিকট যথাযথভাবে তুলে ধরবেন। এবার সহজ কিছু প্রশ্ন করবেন, যাতে শিশুরা উত্তর দিতে উৎসাহ বোধ করে। প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলবেন। এভাবে প্রশ্নোত্তর জেনে নেয়ার মাধ্যমে পাঠদান শেষ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ধর্ম কী–এ সম্পর্কে শিশুদের মতামত যাচাই করতে পারেন।

মূল্যায়ন

১. সিদ্ধার্থের মাতা ও পিতার নাম বল।
২. শুদ্ধোদন কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
৩. সিদ্ধার্থ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৪. সিদ্ধার্থ পরবর্তীতে কী নামে পরিচিত হয়েছিলেন?

পাঠ–৩

শিখনফল : ১.৩.১ এবং ১.৩.২

উপকরণ : ঋষি অসিতের কোলে শিশু সিদ্ধার্থের চিত্র।

ঋষি অসিতের কোলে শিশু সিদ্ধার্থ

বিষয়বস্তু

জন্মের পর সিদ্ধার্থকে রাজপ্রাসাদে আনা হলো। সপ্তাহ ধরে জন্মোৎসব চলছিল। তিনদিন পর অসিত নামে এক বিখ্যাত ঋষি সিদ্ধার্থকে দেখতে এলেন। কোলে নিয়ে আদর করার এক পর্যায়ে সিদ্ধার্থ তাঁর ছোট্ট পা দুটি ঋষির কপালে ঠেকিয়ে দেন। ঋষির অভিশাপের ভয়ে রাজা-রানি উভয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু না, ঋষি বরং শিশুর হস্তরেখা পরীক্ষা করে বললেন, "এই শিশু গৃহী হলে ভবিষ্যতে খুব বড় রাজা হবেন। আর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে মুক্তিদাতা বুদ্ধ হবেন।" ঋষিবাক্য সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ এ শিশু সিদ্ধার্থই বুদ্ধ হয়ে গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত হন।

শিশু সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হতে লাগলেন। এ সময় তাঁকে মাঝে মাঝে কিছুটা চিন্তামগ্ন দেখা যেত। কী সেই চিন্তা? কিসের চিন্তা ? একদিনের কথা ধরা যাক, রাজা শুদ্ধোদন কৃষকদের নিয়ে 'হল' (লাঙল) উৎসবের আয়োজন করেছেন। রাজকুমার পিতার সাথে উৎসবে গেলেন। কিন্তু এ কী! লাঙলের আঘাতে বেশ কিছু পোকা-মাকড় মরে পড়ে আছে! আরও মারা যাচ্ছে! তিনি মনে খুব দুঃখ পেলেন। কেননা এদেরও তো জীবন আছে। তিনি উৎসব ছেড়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। এরূপ অনেক বিষয় তিনি সবসময় চিন্তা করতেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

এ পাঠে শিশু সিদ্ধার্থের জীবনের দুটি ছোট্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষক শিশুদের ঘটনাগুলো গল্পের মতো করে উপস্থাপন করবেন। শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে। তাই দেখবেন তারা নীরবে আপনার কথা শুনছে। এই ফাঁকে একটি প্রশ্ন করবেন-

- কোন ঋষি শিশু সিদ্ধার্থকে দেখতে এসেছিলেন?

সবাই এ সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। অপারগ হলে বিরক্ত না হয়ে উত্তরটি বলে দেবেন এবং পুনরায় উত্তর জেনে নেবেন। পরে ঘটনা দুটি পুনরালোচনা করে আরও কিছু প্রশ্নোত্তর জেনে নিয়ে পাঠদান কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

এক একজন শিশুকে দিয়ে একেকটি ঘটনা বলাবার চেষ্টা করবেন। বলতে অসুবিধা হলে আপনি উপযুক্ত সহায়তা দেবেন।

মূল্যায়ন

১. সপ্তাহ ধরে কার জন্মোৎসব চলছিল?
২. কোন ঋষি সিদ্ধার্থকে দেখতে এসেছিলেন?
৩. কৃষকদের নিয়ে রাজা শুদ্ধোদন কোন উৎসবের আয়োজন করেন?
৪. লাঙলের আঘাতে কারা মারা পড়েছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিশরণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ত্রিশরণ কী তা বলতে পারবে।
২.২ ত্রিশরণে কার কার শরণ গ্রহণ করতে হয় বলতে পারবে।
২.৩ 'শরণ' শব্দের অর্থ জানতে পারবে।
২.৪ 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী বলতে পারবে।
২.৫ ত্রিশরণের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ত্রিশরণ কী বলতে পারবে।
২.১.২ ত্রিশরণ কেন গ্রহণ করতে হয় বলতে পারবে।
২.২.১ ত্রিশরণে কার কার শরণ নিতে হয় বলতে পারবে।
২.৩.১ শরণ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
২.৪.১ বুদ্ধ শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
২.৫.১ ত্রিশরণ পালি ও বাংলায় শুদ্ধরূপে বলতে ও লিখতে পারবে।
২.৫.২ ত্রিশরণের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবে।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ–১

শিখনফল : ২.১.১, ২.১.২, ২.২.১, ২.৩.১, ২.৪.১

ত্রিশরণ

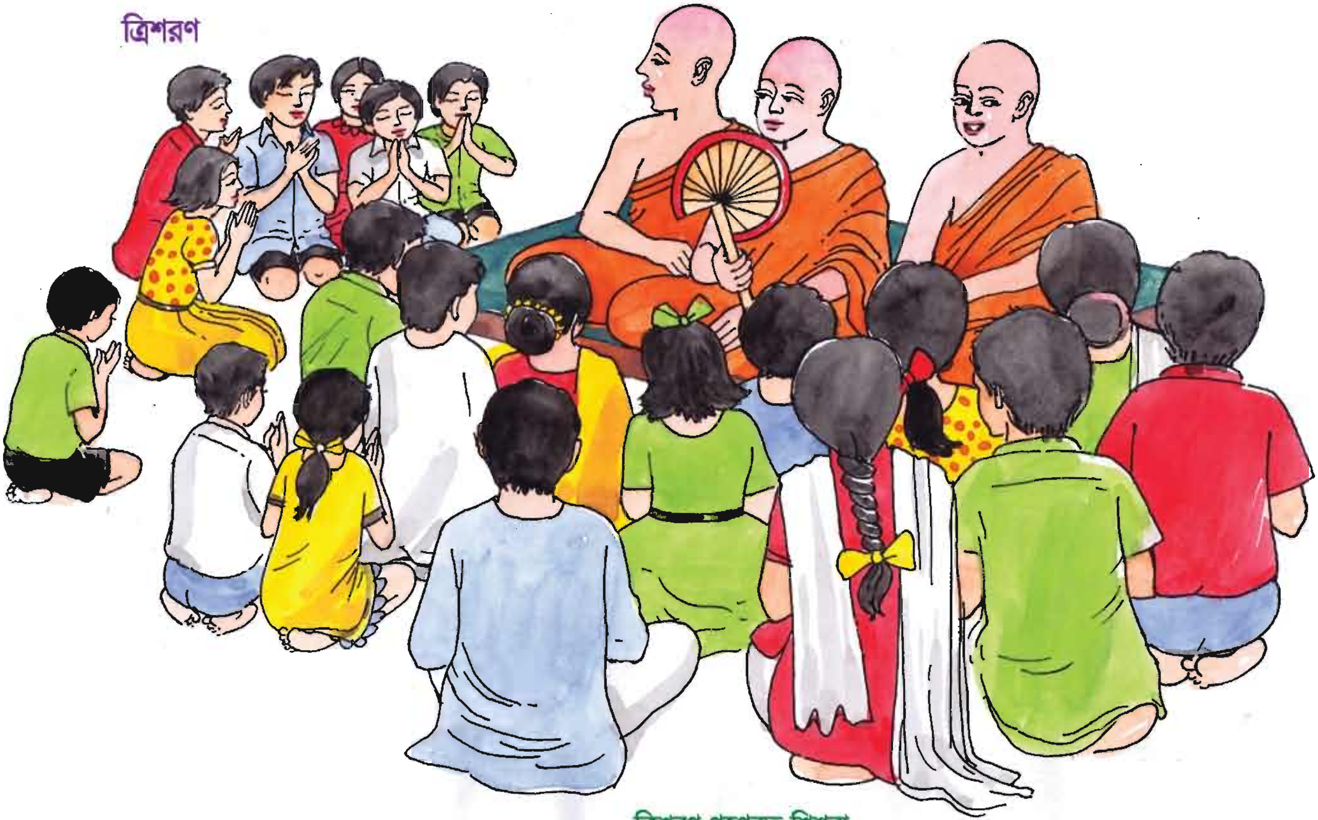

ত্রিশরণ গ্রহণরত শিশুরা

উপকরণ : ত্রিশরণ গ্রহণরত শিশুদের চিত্র।

বিষয়বস্তু

বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়। এই ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করাই হলো ত্রিশরণ। শরণ শব্দের অর্থ আশ্রয়।

বৌদ্ধদের জন্য ত্রিশরণ শ্রেষ্ঠ শরণ। ত্রিশরণ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর শরণ বা আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা সকল প্রকার আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ত্রিশরণ বুদ্ধ ভাষিত বাণী। এই বাণীর মাধ্যমে তিনি ত্রিশরণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বৌদ্ধরা সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলা নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণ করেন।

ত্রিশরণ দ্বারা প্রথমেই যাঁর শরণ নিতে হয় তিনি হলেন বুদ্ধ। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তিনি সকল প্রাণির প্রতি সদয় এবং মৈত্রীপরায়ণ। তাঁর বাণী ও উপদেশ হলো ধর্ম। বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের একত্রে সংঘ বলা হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিশুরা নিজ নিজ আসনে শান্তভাবে বসেছে কি না লক্ষ করবেন। অসামঞ্জস্য থাকলে ঠিক করে নিয়ে পাঠের বিষয়বস্তুটি নির্দেশিকা থেকে পড়ে শোনাবেন। পাঠ শেষে একটি সহজ

প্রশ্ন করবেন এবং এর উত্তর সমস্বরে না দিয়ে একে একে দেবার ব্যবস্থা নেবেন।

– 'শরণ' শব্দের অর্থ কী?

কোনো কোনো শিশু উত্তর দিতে অসমর্থ হলে, যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের অনুসরণ করতে বলবেন। এভাবে সকল শিশুর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তর অবশ্যই জেনে নেবেন। তারপর পাঠের শিখনফল অনুযায়ী যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন সেগুলো ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবেন। ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবেন। এভাবে পাঠ্য বিষয় তাদের নিকট সহজ হয়ে উঠবে এবং যে কোনো সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

পরিকল্পিত কাজ

ত্রিশরণে কার কার শরণ নিতে হয় তা বলতে পারে কি না প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় গ্রহণই হলো ত্রিশরণ। এ উত্তরের সাথে শিশুদের উত্তর মিলছে কি না লক্ষ করবেন।

মূল্যায়ন

১. ত্রিশরণ গ্রহণের জন্য কে নির্দেশ দিয়েছেন?
২. কারা নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণ করেন?
৩. সকল আপদ–বিপদ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়?
৪. বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?

পাঠ–২

শিখনফল : ২.৫.১ এবং ২.৫.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–৭ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

ত্রিশরণ পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি করার আগে মুখ, হাত ও পা ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরতে হয়। তারপর বিহারে বা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তি বা ছবির সামনে করজোড়ে নতজানু হয়ে বসে ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন সকাল–সন্ধ্যা দু বেলা ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়।

পালি ভাষায় ত্রিশরণ–

বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি,
ধম্মং সরনং গচ্ছামি,
সংঘং সরনং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি,
দুতিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি,
দুতিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।
ততিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি,
ততিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি,
ততিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।
(পালি ভাষায় 'য' এর উচ্চারণ বাংলা 'য়' এর মতো হয়)

বাংলায় ত্রিশরণ–

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি,
আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি,
আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বারও আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি,
দ্বিতীয়বারও আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি,
দ্বিতীয়বারও আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি,
তৃতীয়বারও আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি,
তৃতীয়বারও আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ থেকে ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম বলে দিয়ে ত্রিশরণ গাথাটি আবৃত্তি করবেন। এরপরে শিশুদের আবৃত্তি করাবেন। শিক্ষকের মুখে মুখে আবৃত্তি শেষ হলে প্রত্যেক শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। একবার পালিতে এবং একবার বাংলায় এভাবে পর পর আবৃত্তি করাবেন। সুরে বা উচ্চারণে কিছু কিছু শিশুর সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিক্ষক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নেবেন। এবার শ্রেণির সকল শিশুকে সমস্বরে ত্রিশরণ আবৃত্তি করার নির্দেশ দেবেন। আবৃত্তি শেষে নিয়মিত ত্রিশরণ গ্রহণের উপদেশ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সুর করে ত্রিশরণ আবৃত্তি করানোর ব্যবস্থা নেবেন।

মূল্যায়ন

১. ত্রিশরণ গ্রহণের পূর্বে কী রকম জামা–কাপড় পরতে হয়?
২. ত্রিশরণ গ্রহণের সময় বুদ্ধমূর্তি বা ছবির সামনে কীভাবে বসতে হয়?
৩. প্রতিদিন কখন কখন ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়?
৪. বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি–এর অর্থ কী?

তৃতীয় অধ্যায়
প্রাতঃকৃত্য ও বন্দনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ 'ত্রিরত্ন' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৩.২ ত্রিরত্ন বন্দনা গাথা বাংলায় বলতে পারবে।
৩.৩ ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে পারবে।
৩.৪ শিশু ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।
৩.৫ সকাল–সন্ধ্যায় ত্রিরত্ন বন্দনা এবং গুরুজনদের প্রণাম করতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ 'ত্রিরত্ন' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৩.২.১ 'বন্দনা' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৩.২.২ বন্দনা কখন করা হয় বলতে পারবে।
৩.২.৩ কখন কখন ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয় বলতে পারবে।
৩.২.৪ ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.৩.১ ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
৩.৪.১ প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করবে।
৩.৪.২ দাঁত, মুখ, হাত, পা ধৌত করার অভ্যাস করবে।
৩.৫.১ সকাল–সন্ধ্যা ত্রিরত্ন বন্দনা করতে পারবে।
৩.৫.২ গুরুজনদের প্রণাম করতে শিখবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ–১

শিখনফল : ৩.১.১, ৩.২.১, ৩.২.২, ৩.২.৩

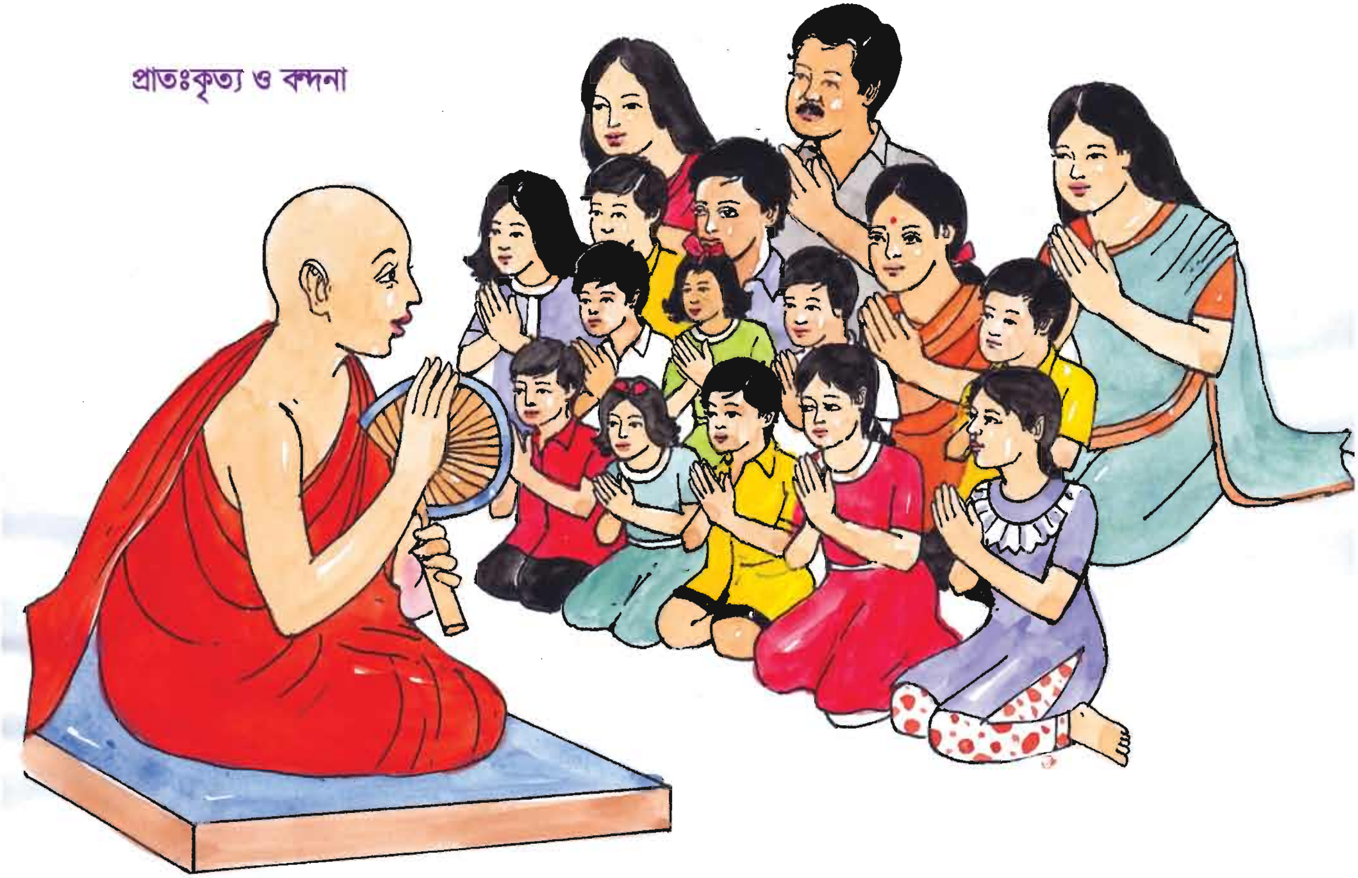

উপকরণ : ত্রিরত্ন বন্দনায় অংশগ্রহণরতদের চিত্র।

বিষয়বস্তু

'ত্রি' অর্থ তিন, 'রত্ন' মানে অলংকার। ত্রিরত্ন হলো তিনটি রত্ন বা অলংকার। ত্রিরত্ন বলতে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে বোঝায়। বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা ত্রিরত্নকে বন্দনা করেন। বন্দনা অর্থ প্রণাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন। ত্রিরত্ন সকল গুণের আধার। ত্রিরত্ন বন্দনা মনের কালিমা দূর করে। প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসায় মনকে সিক্ত করে। সকল ভয়ভীতি থেকে ত্রিরত্ন আমাদের রক্ষা করে। ত্রিরত্ন বন্দনা একটি পুণ্যকর্ম। তাই নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনানোর পর শিশুদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করবেন–

– তোমরা সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা কাকে বন্দনা কর?

শিশুরা দুভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারে। কোনো শিশু বলবে ত্রিরত্নকে। আবার অন্য শিশু বলবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে। যে যেভাবে উত্তর দিক দুটো উত্তরই সঠিক। সুতরাং শিক্ষক প্রত্যেক উত্তরদাতা শিশুকে বাঃ ! বেশ, চমৎকার ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে প্রশংসা করবেন। এতে শিশুরা উৎসাহ বোধ করবে এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসবে। পাঠের যেসব বিষয় জানা ও বলার দরকার সেগুলো শিক্ষক যথাযথভাবে তুলে ধরবেন। তারপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বলবেন। এতে

পাঠের শিখনফল তারা সহজে অর্জন করতে পারবে। শিক্ষকের শ্রমও সার্থক হবে।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা ত্রিরত্ন বন্দনা নিয়মিত করে কিনা জেনে নেবেন। দরকার হলে অভিভাবকের সাহায্য নেবেন।

মূল্যায়ন

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে কী বলে?
২. 'বন্দনা' শব্দের অর্থ কী?
৩. কিসের মাধ্যমে মনের কালিমা দূর হয়?
৪. ত্রিরত্ন বন্দনা কখন কখন করতে হয়?

পাঠ–২

শিখনফল : ৩.২.৪ এবং ৩.৩.১

উপকরণ : পৃষ্ঠা–১১ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

ত্রিশরণ গ্রহণের ন্যায় ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ভাষা ও বাংলায় করতে হয়। বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে নতজানু হয়ে বসে করজোড়ে ত্রিরত্ন বন্দনা সম্পন্ন করা হয়।

পালিভাষায় ত্রিরত্ন বন্দনা–

বুদ্ধং বন্দামি,
ধম্মং বন্দামি,
সংঘং বন্দামি,
অহং বন্দামি সব্বদা।

দুতিযম্পি বুদ্ধং বন্দামি,
দুতিযম্পি ধম্মং বন্দামি,
দুতিযম্পি সংঘং বন্দামি,
অহং বন্দামি সব্বদা।

ততিযম্পি বুদ্ধং বন্দামি,
ততিযম্পি ধম্মং বন্দামি,
ততিযম্পি সংঘং বন্দামি,
অহং বন্দামি সব্বদা।

বাংলায় ত্রিরত্ন বন্দনা—

আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি,
আমি ধর্মকে বন্দনা করছি,
আমি সংঘকে বন্দনা করছি,
আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

দ্বিতীয়বারও আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি,
দ্বিতীয়বারও আমি ধর্মকে বন্দনা করছি,
দ্বিতীয়বারও আমি সংঘকে বন্দনা করছি,
আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

তৃতীয়বারও আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি,
তৃতীয়বারও আমি ধর্মকে বন্দনা করছি,
তৃতীয়বারও আমি সংঘকে বন্দনা করছি,
আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলির শেষ নেই। ত্রিরত্নের প্রভাবে সকল প্রকার অকল্যাণ ও অশান্তি দূরীভূত হয়। তাই ত্রিরত্ন ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা কল্যাণকর নয়। এসো, আমরা সবাই ত্রিরত্নের প্রতি আস্থাশীল হই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ত্রিরত্ন বন্দনাও আবৃত্তিরই একটি অংশ। পাঠটি পড়ে শোনানোর পাশাপাশি আবৃত্তিও করবেন। শিশুরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক ত্রিরত্ন বন্দনা মুখস্থ করানোর দিকেও দৃষ্টি দেবেন। পালি ও বাংলায় ত্রিরত্ন বন্দনা মুখস্থ বলার জন্য শিশুদের আহ্বান করবেন। সবাই যাতে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। মনে রাখতে হবে ত্রিরত্ন বন্দনা আবৃত্তি করানোই এ পাঠের বিশেষ দিক। এতে ত্রিরত্নের প্রতি শিশুদের আস্থা বাড়বে। নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনা করার উপদেশ দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম আপাতত শেষ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনা আবৃত্তি করানোর মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। অবশ্য এর সাথে বন্দনা করার পদ্ধতিও প্রদর্শন করা যাবে।

মূল্যায়ন :

১. তিনটি রত্ন কী কী?
২. ত্রিরত্ন বন্দনা করে দেখাও।

৩. কিসের প্রভাবে সকল অকল্যাণ ও অশান্তি দূরীভূত হয়?
৪. কিসের প্রতি আমাদের আস্থাশীল হওয়া উচিত?

পাঠ–৩

শিখনফল : ৩.৪.১, ৩.৪.২, ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–১১ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

প্রত্যেক শিশুরই দৈনন্দিন জীবনে কিছু করণীয় থাকে। এগুলো শৈশবকাল থেকে অভ্যাস করা প্রয়োজন। যেমন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। দাঁত, মুখ, হাত, পা ধৌত করে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা মনকে ভালো রাখে। সকালে এবং সন্ধ্যায় ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হবে। ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে মা–বাবাসহ অন্য গুরুজনদের প্রণাম করতে হবে। এসব প্রাতঃকৃত্যের মাধ্যমে গুরুজনের আশীর্বাদ তোমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সুগম করবে। সুখী জীবন যাপন করতে পারবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠটি পড়ে শোনানোর পর শিক্ষক শিশুদের দৈনন্দিন করণীয় কাজের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাদের দেখাবেন। তারা তালিকাটি দেখবে এবং কাজগুলো নিয়মিত সম্পন্ন করতে আগ্রহী হবে। তালিকা অনুযায়ী কাজগুলো ক্রমানুসারে করতে উৎসাহ দেবেন। আসলে শৈশব কাল হচ্ছে শিশুদের ভালো কাজ করার প্রতি মানসিক প্রস্তুতির উপযুক্ত সময়। এ সময় যেভাবে তাদের গড়ে তোলা যায় সেভাবে তাদের পরবর্তী জীবন পরিচালিত হয়। সৎ কাজের মাধ্যমে সৎজীবন গড়ে তুলবে। সৎ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানই হলো শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা নিয়মিত বন্দনায় অংশগ্রহণ করে কিনা–সেটা পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তালিকায় প্রদত্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার ব্যাপারে অভিভাবকের সহায়তা নেয়া যাবে।

মূল্যায়ন

১. ঘুম থেকে কখন উঠতে হবে?
২. শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য সকালে কী কী ধৌত করতে হয়?
৩. ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে কাদের প্রণাম জানাবে?
৪. গুরুজনদের আশীর্বাদ ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে কী করে?

চতুর্থ অধ্যায়
পূজা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৪.২ পূজার উপকরণ কী কী বলতে পারবে।
৪.৩ কয়েকটি পূজার নাম বলতে পারবে।
৪.৪ আহার পূজা বাংলায় বলতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৪.১.২ পূজা করার নিয়মাবলি বলতে পারবে।
৪.২.১ কয়েকটি পূজার নাম বলতে পারবে।
৪.২.২ আহার পূজার ৩/৪টি উপকরণের নাম বলতে পারবে।
৪.৩.১ যে কোনো একটি পূজার গাথা আবৃত্তি করতে পারবে।
৪.৪.১ আহার পূজার গাথাটি বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৪.২ নিয়মিত পূজা করার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ–১

শিখনফল : ৪.১.১, ৪.১.২, ৪.২.১ এবং ৪.২.২

উপকরণ : আহার পূজার থালা হাতে শিশুদের চিত্র।

বিষয়বস্তু

আহার পূজার থালা হাতে শিশুরা

সাধারণত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে কিছু দান সামগ্রী অর্পণ করাকে আমরা পূজা বলি। পূজা বৌদ্ধদের জন্য ধর্মীয় কাজের একটি অংশ। তাই বৌদ্ধরা নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের পূজায় অংশগ্রহণ করেন। পূজাগুলোর মধ্যে আহার পূজা, পুষ্প পূজা, প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা উল্লেখযোগ্য। পূজা করতে হলে পূজার ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সাজানো হয়।

তারপর উপকরণ দিয়ে সাজানো পাত্রটি বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে রেখে নির্দিষ্ট পূজার গাথাটি আবৃত্তি করতে করতে পূজা উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর প্রণাম নিবেদন করতে হয়। পূজা ভেদে পূজার উপকরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন আহার পূজার জন্য বিবিধ খাদ্যভোজ্য, প্রদীপ–পূজার জন্য তেল মাখা সলতে বা মোমবাতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ভাত–তরকারি এবং কলা, আপেল, কমলা ইত্যাদি খাদ্যবস্তু হলো আহার পূজার উপকরণ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পর শিক্ষক পূজা করার নিয়মটি প্রদর্শন করবেন। শিশুরা তা লক্ষ করবে এবং অনুসরণ করবে। নির্দেশিকায় অংকিত ছবির সাহায্যও নিতে পারেন। এবার দুটি প্রশ্ন করবেন–

– দুটি পূজার নাম বল।
– মোমবাতি দিয়ে কোন পূজা করা হয়?

শিশুরা প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে পারবে। কোনো অসুবিধা হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে আদায় করেই পাঠদান শেষ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদের দিয়ে যে কোনো একটি পূজা সাজানোর ব্যবস্থা নেবেন।

মূল্যায়ন

১. পূজা কাকে বলে?
২. পূজার দুটি উপকরণের নাম বল।
৩. বুদ্ধমূর্তির সামনে পূজা রেখে কীভাবে প্রণাম করতে হয়?
৪. তিনটি পূজার নাম বল।

পাঠ–২

শিখনফল : ৪.৩.২, ৪.৪.১ ও ৪.৪.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–১৫ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

এ পাঠে আহার পূজার গাথাটি মুখস্থ করতে হবে। আহার পূজার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো একটি পরিষ্কার থালায় সাজিয়ে বুদ্ধমূর্তির সামনের বেদীতে থালাটি স্থাপন করে আহার পূজার গাথাটি প্রথমে পালি ও পরে বাংলায় আবৃত্তি করতে হয়–

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতু মুত্তমং।
দুতিযম্পি, অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতু মুত্তমং।
ততিযম্পি, অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায় পটিগণ্হাতু মুত্তমং।

"প্রভু, সুসজ্জিত উত্তম খাদ্যভোজ্য নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, অনুগ্রহপূর্বক সাদরে গ্রহণ করুন।"

দ্বিতীয়বারও, "প্রভু, সুসজ্জিত উত্তম খাদ্যভোজ্য নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, অনুগ্রহপূর্বক সাদরে গ্রহণ করুন।"

তৃতীয়বারও, "প্রভু, সুসজ্জিত উত্তম খাদ্যভোজ্য নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, অনুগ্রহপূর্বক সাদরে গ্রহণ করুন।"

আহার পূজা বৌদ্ধদের নিত্যদিনের অন্যতম ধর্মীয় কাজ। আহার পূজা অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যময়। নিয়মিত আহার পূজায় অংশগ্রহণ আমাদের কর্তব্য।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রথমে শিক্ষক নির্দেশিকা থেকে পূজার গাথাটি বাংলায় শুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে কয়েকবার পড়বেন। শিশুরা শুনবে এবং মুখস্থ করবে। প্রত্যেক শিশুকে পূজার বাংলা অনুবাদ মুখস্থ বলতে নির্দেশ দেবেন। কে কত তাড়াতাড়ি মুখস্থ করেছে তা লক্ষ করবেন। অবশ্য তাড়াহুড়ো করে মুখস্থ করানোর দরকার নাই। শুধু দেখতে হবে, শিশুরা যা শিখেছে তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে কি না। যদি তাদের উপস্থাপন যথার্থ হয় তাহলে শিক্ষকের শ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুদের আহার পূজা গাথাটি মুখস্থ বলার ব্যবস্থা নিতে পারেন। আহার পূজার দু-তিনটি উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য শিশুদের নির্দেশ দেবেন।

মূল্যায়ন

১. আহার পূজার উপকরণ কিসে সাজাতে হয়?
২. আহার পূজার সাজানো থালা কোথায় রাখতে হয়?
৩. আহার পূজার গাথাটি মুখস্থ বল।
৪. বৌদ্ধদের নিত্যদিনের অন্যতম ধর্মীয় কাজ কোনটি?

পঞ্চম অধ্যায়
শীল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ 'শীল' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৫.২ পঞ্চশীলে কয়টি নীতি তা বলতে পারবে।
৫.৩ পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে পারবে।
৫.৪ পঞ্চশীল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।
৫.৫ নৈতিক গুণাবলির কয়েকটি নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ 'শীল' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৫.২.১ গৃহী বৌদ্ধরা নিয়মিত কোন শীল গ্রহণ করে বলতে পারবে।
৫.২.২ পঞ্চশীলের কয়টি নীতি বলতে পারবে।
৫.৩.১ পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে পারবে।
৫.৩.২ কমপক্ষে দুটি শীল মুখস্থ বলতে পারবে।
৫.৪.১ পঞ্চশীল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।
৫.৪.২ শীল পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।
৫.৫.১ কয়েকটি নৈতিক গুণাবলির নাম বলতে পারবে।
৫.৫.২ শীলের গুণাগুণের ভিত্তিতে জীবন গঠন করতে শিখবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ–১

শিখনফল : ৫.১.১ , ৫.২.১ , ৫.২.২ ও ৫.৩.১

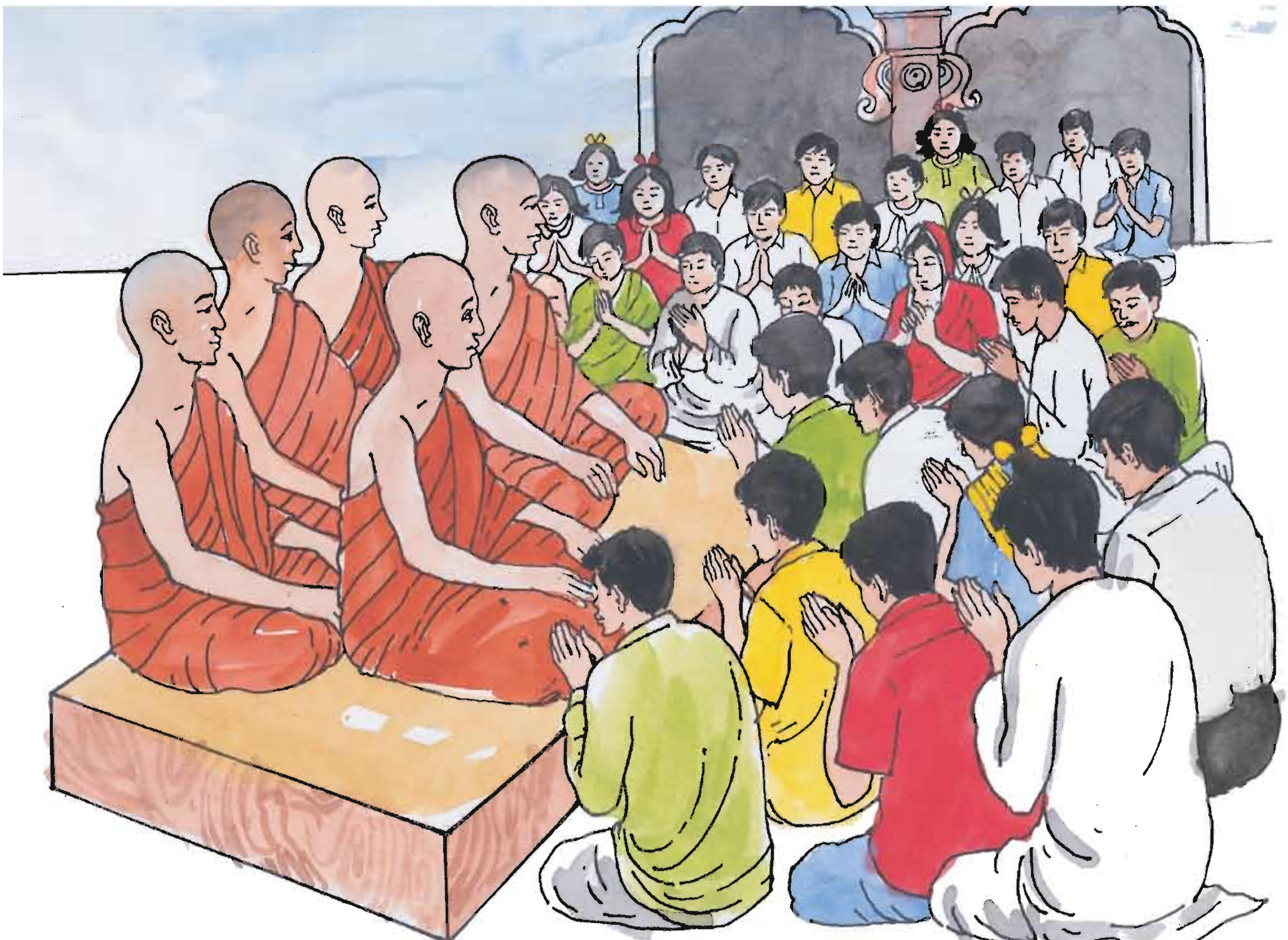

উপকরণ : পঞ্চশীল গ্রহণরত উপাসক–উপাসিকাদের সাথে শিশুদের চিত্র।

বিষয়বস্তু

শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। শীল মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এজন্য সুশীল বালক–বালিকা বলতে যারা ভদ্র, নম্র এবং সুবোধ তাদেরই বোঝায়। পরিবার–পরিজন নিয়ে যাঁরা সংসারে বাস করেন তাঁরা হলেন গৃহী বৌদ্ধ। গৃহী বৌদ্ধরা নিয়মিত পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন করেন। পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি হলো– প্রাণিহত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা এবং নেশাদ্রব্য সেবন না করা।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর সামনে হাত জোড় করে বসে পঞ্চশীল প্রার্থনা করা হয়।

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শীল

প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শীল প্রদান করুন।
এভাবে তিনবার শীল প্রার্থনা করার পর ভিক্ষু শীল প্রদান করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক বিষয়বস্তু থেকে শীল কী, কারা শীল গ্রহণ ও পালন করেন, শীল প্রার্থনা করতে হলে কীভাবে ভিক্ষুর সামনে বসতে হয় তা দেখিয়ে দেবেন। এবার পঞ্চশীল প্রার্থনাটি ধীরে ধীরে পড়বেন। শিশুদের ও সাথে সাথে বলতে বলবেন। এভাবে ৩/৪ বার পাঠ করলে শিশুরা পঞ্চশীল প্রার্থনা মুখস্থ করতে সক্ষম হবে। কোনো কোনো শিশু মুখস্থ করতে অপারগ হলে শিক্ষক ধৈর্যসহকারে তাদের মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা নেবেন। অন্যথায় শিখনফল অর্জনে ব্যত্যয় ঘটবে যা কাম্য নয়।

পরিকল্পিত কাজ

শিশুরা একে একে পঞ্চশীল প্রার্থনা যাতে করতে পারে সেজন্য প্রার্থনাটি মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা নেবেন। পঞ্চশীল প্রার্থনা সমবেতভাবেও করানো যেতে পারে।

মূল্যায়ন

১. শীল শব্দের অর্থ কী?
২. পরিবার–পরিজন নিয়ে যাঁরা সংসারে বাস করেন তাঁদের কী বলা হয়?
৩. গৃহী বৌদ্ধরা কোন শীল গ্রহণ ও পালন করেন?
৪. পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলায় মুখস্থ বল।

পাঠ–২

শিখনফল : ৫.৩.২, ৫.৪.১ ও ৫.৪.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–১৯ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

পঞ্চশীল মানে পাঁচটি নীতি। পঞ্চশীল নিচে দেওয়া হলো–

পঞ্চশীল

১. প্রাণিহত্যা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. মিথ্যা কামাচার করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. নেশাদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

মানুষসহ সকল প্রাণী যাতে সুখী এবং নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য বৌদ্ধধর্মে প্রাণিহত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া চুরি, মিথ্যা কথা বলা, নেশাদ্রব্য সেবনও নিষিদ্ধ। শীল পালনের দ্বারা এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকাই প্রধান উদ্দেশ্য। শীল সদগুণাবলির সমষ্টি। মানব চরিত্রের ভূষণ। তাই বৌদ্ধদের জন্য শীলগ্রহণ ও পালন অত্যাবশ্যক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠে প্রদত্ত পাঁচটি শীল একে একে পাঠ করে শোনাবেন। প্রয়োজনে কয়েকবার পড়ে শোনানো যেতে পারে। কমপক্ষে দুটি শীল মুখস্থ করাবেন। শিশুদের মধ্যে যারা দুটি শীল মুখস্থ বলবে তাদের প্রশংসা করবেন এবং যারা পারছে না তাদের পারগ শিশুদের অনুসরণ করতে বলবেন। যে কোনো ভাবেই হোক অন্তত দুটি শীল মুখস্থ করাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার মেধা এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। আপনার সযত্ন প্রয়াস অবশ্যই সফল হবে। অবশেষে শীলগ্রহণ ও পালনের উপদেশ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শীল পালনে শিশুদের আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। শিশুরা শীলের কমপক্ষে দুই তিনটি নীতি পালন করে কি না জেনে নিতে হবে। অন্তত চুরি করা এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

মূল্যায়ন

১. পঞ্চশীল কারা পালন করেন?
২. পঞ্চশীলের প্রথম দুটি শীল মুখস্থ বল।
৩. কোন শীলে নেশাদ্রব্য সেবন করা নিষিদ্ধ?
৪. শীল পালনের উদ্দেশ্য কী?

পাঠ–৩

শিখনফল : ৫.৫.১ এবং ৫.৫.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–১৯ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

শীলগ্রহণ ও পালন বৌদ্ধদের জন্য নিত্যকরণীয় নীতিমালা। শীল পালন দ্বারা সততা, সংযম,

সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবপ্রেম ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলি অর্জন করা যায়। যারা শীল পালন করে তারা শীলবান। শীলবান নরনারী সকলের প্রিয়ভাজন। শীল পালন করলে সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধ মতে দুঃখ মুক্তিই হলো নির্বাণ। নির্বাণ বৌদ্ধদের পরম কাম্য। শীলের গুণাবলি নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শীলই হলো একমাত্র অবলম্বন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শীল পালন দ্বারা যেসব সদ্‌গুণ অর্জন করা যায় সেগুলো পাঠ থেকে তুলে ধরবেন। এর সাথে একটি প্রশ্ন করবেন–

– যারা শীল পালন করে তাদের কী বলা হয়?

অধিকাংশ শিশু 'শীলবান' বলে উত্তর দেবে। শিক্ষক বলবেন, সঠিক উত্তর দানের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। অবশ্য যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না তাদের উদ্দেশে উত্তরটি বলে দিয়ে পুনরায় প্রত্যেকের কাছ থেকে জেনে নেবেন। এরপর শীল পালনের জন্য নির্দেশ দেবেন। শীল পালনের মাধ্যমে যে সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাও উল্লেখ করবেন এবং তার সাথে এও বলবেন–এই দুঃখ মুক্তি হলো নির্বাণ। নির্বাণই হলো বৌদ্ধদের একমাত্র কাম্য।

পরিকল্পিত কাজ

সদ্‌গুণাবলির একটি তালিকা চকবোর্ডে লিখে দেবেন। তালিকাটি মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা নেবেন। শিশুরা নিয়মিত শীল গ্রহণ করে কি না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। এ ব্যাপারে অভিভাবকের সাহায্য নেবেন।

মূল্যায়ন

১. সদ্‌গুণাবলি অর্জনের প্রধান অবলম্বন কী?
২. শীলবান কাকে বলে?
৩. দুঃখমুক্তিকে বুদ্ধ কী বলেছেন?
৪. বৌদ্ধদের পরম কাম্য কী?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৬.২ 'পিটক' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৬.৩ ত্রিপিটকের মূল ভাষা কী তা বলতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৬.১.২ ত্রিপিটক কয়টি অংশে বিভক্ত বলতে পারবে।
৬.২.১ 'পিটক' শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৬.২.২ সুত্তপিটক কী বলতে পারবে।
৬.৩.১ ত্রিপিটকের মূল ভাষা কী বলতে পারবে।
৬.৩.২ ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ – ১

শিখনফল : ৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১

উপকরণ : ত্রিপিটকের অন্তর্গত যে কোনো একটি পুস্তক (ধর্মপদ)।

বিষয়বস্তু

প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম হলো ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের তিনটি অংশ। ১. বিনয়পিটক ২. সুত্তপিটক ৩. অভিধর্মপিটক। গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ সম্বলিত সংকলন ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ত্রি অর্থ তিন আর পিটক অর্থ পেটিকা বা ঝুড়ি। পেটিকা বা ঝুড়িতে যেমন মূল্যবান জিনিস সংরক্ষিত থাকে, তেমনি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে ধর্মের মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ তিনটি অংশ বিভক্ত বলে একে ত্রিপিটক বলা হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে যথারীতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পূর্বপাঠ যাচাই করবেন। অতঃপর নির্ধারিত পাঠ–সূচনা করে উপকরণ হিসাবে সঙ্গে আনা ত্রিপিটকের অন্তর্গত বইটি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।

শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন–

তোমার ধর্মগ্রন্থের নাম কী? শিক্ষক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত ধর্মগ্রন্থটি পুনরায় শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন

করে জিজ্ঞাসা করবেন–এই বইটি কোন ধর্মগ্রন্থের অংশ? শিক্ষার্থীরা যথাযথ উত্তর দিতে পারলে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক পুনরায় পাঠ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মা–বাবার সাথে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ত্রিপিটক দেখার পরামর্শ দিতে পারেন এবং ত্রিপিটকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
২. পিটক শব্দের অর্থ কী?
৩. ত্রিপিটক কয়টি অংশে বিভক্ত ও কী কী?

পাঠ–২

শিখনফল : ৬.২.২, ৬.৩.১, ৬.৩.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–২৩ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

সুত্তপিটক হল ত্রিপিটকের দ্বিতীয় অংশের নাম। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও গৃহীদের মূল্যবান উপদেশগুলো এই পিটকের অন্তর্গত। বুদ্ধভাষিত এ উপদেশগুলো সুত্তপিটকে পদ্য ও গদ্য আকারে লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিপিটকের মূলভাষা হলো পালি। ত্রিপিটক পাঠের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। ত্রিপিটক পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা ধর্মানুরাগী হতে পারবে এবং সদ্‌জীবন যাপনের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠন করতে শিখবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পূর্ব পাঠ যাচাই করে শিক্ষার্থীরা পঠিত বিষয়বস্তু কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানবেন। অতঃপর শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের ত্রিপিটক পাঠের দুইটি উপকারিতা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন এবং শ্রেণিকক্ষে তা বলতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবারে মা–বাবা অথবা গুরুজনদের কাছ থেকে ত্রিপিটক সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হতে পারে শিক্ষক সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

মূল্যায়ন

১. সুত্তপিটকের অন্তর্গত বুদ্ধের উপদেশগুলো কাদের জন্য প্রযোজ্য?
২. ত্রিপিটকের মূলভাষার নাম কী?
৩. ত্রিপিটক পাঠের দ্বারা কীরূপ জীবন গঠন করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ ভালো কর্ম কোনগুলো তা বলতে পারবে।
৭.২ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৭.৩ ভালো কর্মের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে।
৭.৪ কয়েকটি সদ্‌কর্মের নাম বলতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ কর্মের অর্থ বলতে পারবে।
৭.১.২ কয়েকটি ভালো কর্মের নাম বলতে পারবে।
৭.২.১ তিন–চারটি মন্দকর্মের উদাহরণ দিতে পারবে।
৭.২.২ মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
৭.৩.১ ভালো কর্মের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে শিখবে।
৭.৩.২ প্রাত্যহিক জীবনে অন্তত একটি ভালো কর্ম করতে শিখবে।
৭.৪.১ কয়েকটি সদ্‌কর্মের নাম বলতে পারবে।
৭.৪.২ সদকর্ম ও মন্দ কর্মের পার্থক্য বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ– ১

শিখনফল : ৭.১.১, ৭.১.২, ৭.২.১

উপকরণ : বুদ্ধকে পূর্ণা দাসী কর্তৃক পিঠা দানের চিত্র।

বিষয়বস্তু

সাধারণত কোনো কাজ করাকে কর্ম বলা হয়। কোনো কোনো কাজে প্রশংসা বা সুনাম অর্জন করা যায়। আবার কোনো কোনো কাজে দুর্নাম বা ঘৃণার পাত্র হতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মে ভালো কর্মকে কুশল কর্ম আবার মন্দ বা খারাপ কর্মকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

কুশল কর্মের ফল শুভ আর অকুশল কর্মের ফল অশুভ। গরিবকে সাহায্য করা, বিপদে মানুষকে সাহায্য বা রক্ষা করা, সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা এগুলো সবই কুশল কর্ম বা ভালো কর্ম। আর কারো প্রতি হিংসাভাব পোষণ করা, কথায়- কথায় রাগান্বিত হওয়া, কারো অমঙ্গল বা খারাপ চিন্তা করা, অন্যের বস্তু বা সম্পদের প্রতি লোভ হওয়া–এগুলো সবই অকুশল বা মন্দ কর্ম।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে আগের দিনের পাঠ কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে তা শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করবেন। পরে দুই, তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। যেমন : সকল জীবের প্রতি কোন ভাব পোষণ করা উচিত?

– বৌদ্ধ ধর্মে কর্ম কয় প্রকার?

শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে প্রশ্ন বুঝতে পারে শিক্ষক সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। এরপরে শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন করবেন। বৌদ্ধধর্ম মতে কর্ম, কর্মের প্রকার এবং কোনটি ভালো কর্ম আর কোনটি মন্দ কর্ম তা সহজভাবে শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কুশল ও অকুশল কর্মের নাম বলতে বলবেন। প্রয়োজনে সহজ সরলভাবে গল্পাকারে শিক্ষক একটি ভালো কর্মের উপমা দিতে চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে কুশল বা ভালো কর্মগুলো অনুকরণ করতে পারে শিক্ষক সেভাবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করবেন।

মূল্যায়ন

১. কর্ম কাকে বলে?
২. তিনটি ভালো বা কুশল কর্মের নাম বল।
৩. তিনটি মন্দ বা অকুশল কর্মের নাম বল।

পাঠ– ২

শিখনফল : ৭.২.২, ৭.৩.১, ৭.৩.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–২৬ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

কুশল কর্মের প্রভাবে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। অকুশল কর্ম মানুষকে বিপথগামী করে। মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট বয়ে আনে। ভালো কর্মের প্রভাবে মানুষের পরজন্ম উন্নত হয়, স্বর্গ লাভ করতে পারে। আর মন্দ বা খারাপ কর্মের প্রভাবে পরজন্ম অনুন্নত হয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই প্রত্যেককে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তির জন্য প্রত্যহ অন্তত একটি ভালো বা কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্বদিনের পাঠের আলোকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভালো, কুশল, বন্ধু, সাহায্য–সহযোগিতা এ সকল শব্দ জানতে চেষ্টা করবেন। আস্তে আস্তে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন শেষে ভালো বা কুশল কর্মের প্রভাবের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সেদিকে উৎসাহী করবেন। ভালো কর্মের সুফলগুলো মুখে মুখে বলতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা যাতে মন্দ বা অকুশল কর্মের প্রতি আসক্ত না হয় শিক্ষক সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উপদেশ

দেবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিদিন অন্তত একটি ভালো কাজ করে শিক্ষক সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

মূল্যায়ন

১. কুশল কর্মের প্রভাব কী?
২. মানুষ কেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে?

পাঠ– ৩

শিখনফল : ৭.৪.১ ও ৭.৪.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–২৬ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

সদ্‌কর্ম মানুষের মনের উদারতা বৃদ্ধি করে। সদ্‌কর্মের প্রভাবে মানুষের মনে মৈত্রীভাব উদয় হয়। যারা সদকর্ম বা কুশলকর্ম করে তাদের দ্বারাই পূজনীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা, পরের উপকার সাধন করা, বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, শ্রদ্ধাচিত্তে দান দেয়া সম্ভবপর হয়। যারা মন্দ বা অকুশল কাজ করে তারা প্রতিনিয়ত খারাপ বা মন্দ চিন্তায় রত থাকে। তারা মানুষকে ভালবাসতে পারে না, তাদের মনে সব সময় প্রতিহিংসা কাজ করে। তারা মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করে ও ভোগ–লালসাপরায়ণ হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পূর্ব পাঠের সামান্য পুনরালোচনার মাধ্যমে যথারীতি পাঠ উপস্থাপন করবেন। সদকর্মের গুণাবলি সুন্দরভাবে শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে মনোযোগী থাকে শিক্ষক সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। একজন শিক্ষার্থীকে সদ্‌কর্ম ও অপর শিক্ষার্থীকে মন্দ কর্মের উদাহরণ দিতে বলবেন। এভাবে সদ্‌কর্ম ও মন্দ কর্মের পার্থক্য শিখাতে চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে এরূপ একটি গল্পও উপস্থাপন করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে উল্লেখিত সদ্‌কর্ম ও মন্দকর্মের সমার্থক শব্দ বলতে চেষ্টা করবেন। বাসায় মা–বাবার সাথে সদকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন। প্রয়োজনে মা–বাবার সাথে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে ভিক্ষু সংঘের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সদকর্মের দেশনা শুনতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. কারা পূজনীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতে শিখে?
২. কারা মানুষকে ভালবাসতে শিখে না?
৩. সদ্‌কর্ম ও মন্দকর্মের পার্থক্য বল।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রচলিত ধর্মমত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের নাম জানতে পারবে।
৮.২ চারটি প্রধান ধর্ম প্রবর্তকের নাম বলতে পারবে।
৮.৩ চারটি প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের নাম বলতে পারবে।
৮.১.২ অন্য ধর্মাবলম্বী দুইজন বন্ধুর নাম বলতে পারবে।
৮.২.১ ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তকের নাম বলতে পারবে।
৮.২.২ অন্য ধর্মাবলম্বী শিশু/বন্ধুদের সাথে মিলে-মিশে থাকতে পারবে।
৮.৩.১ চারটি প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বলতে পারবে।
৮.৩.২ অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানার মাধ্যমে মৈত্রী ও ভালবাসা জাগ্রত করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ-১

শিখনফল : ৮.১.১, ৮.১.২, ৮.২.১

মসজিদ

মন্দির

উপকরণ : মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা ও গীর্জার চিত্র।

গীর্জা

প্যাগোডা

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট প্রধান এ চার ধর্মের অনুসারীরা পারস্পরিক সৌহার্দ পূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে থাকে। মুসলিমরা ইসলাম ধর্মের, হিন্দুরা হিন্দু বা সনাতন ধর্মের, বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মের আর খ্রিস্টানরা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী। ইসলাম ধর্মের প্রচারকের নাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.), হিন্দু ধর্মের প্রচারক বিভিন্ন মুনি-ঋষি, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকের নাম গৌতমবুদ্ধ আর খ্রিস্টধর্মের প্রচারকের নাম হল যীশুখ্রিস্ট। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মানুসারে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্ব পাঠের সংক্ষিপ্ত পাঠ যাচাই শেষে মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়বস্তুতে উল্লেখিত চারটি ধর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবেন। প্রত্যেক ধর্ম প্রবর্তক বা প্রচারকের নাম বলবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কমপক্ষে একজন বন্ধুর নাম বলতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরস্পর নিজ ভাই-বোনের মতো মনে করতে বলবেন। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী যাতে নির্দিষ্ট বেঞ্চে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর পাশে না বসে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সমভাবে বন্ধুত্ব বা আন্তরিকতা গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দেবেন। পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বন্ধুদের নিমন্ত্রন করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের নাম বল।
২. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারকের নাম কী?
৩. অন্য ধর্মাবলম্বী তোমার দুইজন বন্ধুর নাম বল।

পাঠ–২

শিখনফল : ৮.২.২, ৮.৩.১, ৮.৩.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–২৯ ও ৩০ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

যে সকল পুস্তক বা গ্রন্থে ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারকের বাণী, উপদেশ ও নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থের নাম "আল কোরান" হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'বেদ' বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক' আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম হল 'বাইবেল'। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত পবিত্র। তাই ধর্মগ্রন্থ যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা উচিত। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা নিজ ধর্ম ছাড়াও অন্য ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রত্যেক ধর্মের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মানব সেবা। সকল ধর্মগ্রন্থে মৈত্রী ও ভালবাসার কথা উল্লেখ আছে। কোন ধর্মে কাউকে হিংসা করতে বলা হয়নি। বরং নিজকে যেভাবে ভালবাসো, অন্যকেও সেভাবে ভালবাসতে বলা হয়েছে। প্রত্যেকে এ বাণী বা উপদেশ অনুশীলন করলে সমাজে, দেশে শান্তি, সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্ব পাঠের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রধান চার ধর্মের নাম জানতে চাইবেন। যারা সঠিক উত্তর দেবে তাদের শিক্ষক উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবেন; অন্য শিক্ষার্থীদের জানার কৌতূহল সৃষ্টি করবেন। অতঃপর পাঠ্যবিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক প্রয়োজনে বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে পড়বেন। প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মগ্রন্থের নাম পৃথক পৃথকভাবে নিজে বলবেন এবং যদি সম্ভব হয় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বলতে বলবেন। এতে শিক্ষক নিজেও সহযোগিতা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রথমে নিজধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকের নাম বলতে বলবেন এবং শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে নজর দেবেন। পরে অনুরূপভাবে অন্যধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকের নাম বলতে বলবেন। প্রত্যেক ধর্মের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীরা ভালবাসা ও মৈত্রীর ভাব জাগ্রত করতে পারে সেজন্য মাতা–পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

মূল্যায়ন

১. চারটি প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বল।
২. অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে কেমন ভাব জাগ্রত করবে?
৩. তুমি কোন ধর্মের অনুসারী?

নবম অধ্যায়
ধর্মীয় অনুষ্ঠান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।
৯.২ কয়েকটি পূর্ণিমার নাম বলতে পারবে।
৯.৩ বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।
৯.১.২ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবে।
৯.২.১ কয়েকটি পূর্ণিমার নাম বলতে পারবে।
৯.২.৩ কাদের সাথে পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে বলতে পারবে।
৯.৩.১ বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।
৯.৩.২ ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ–১

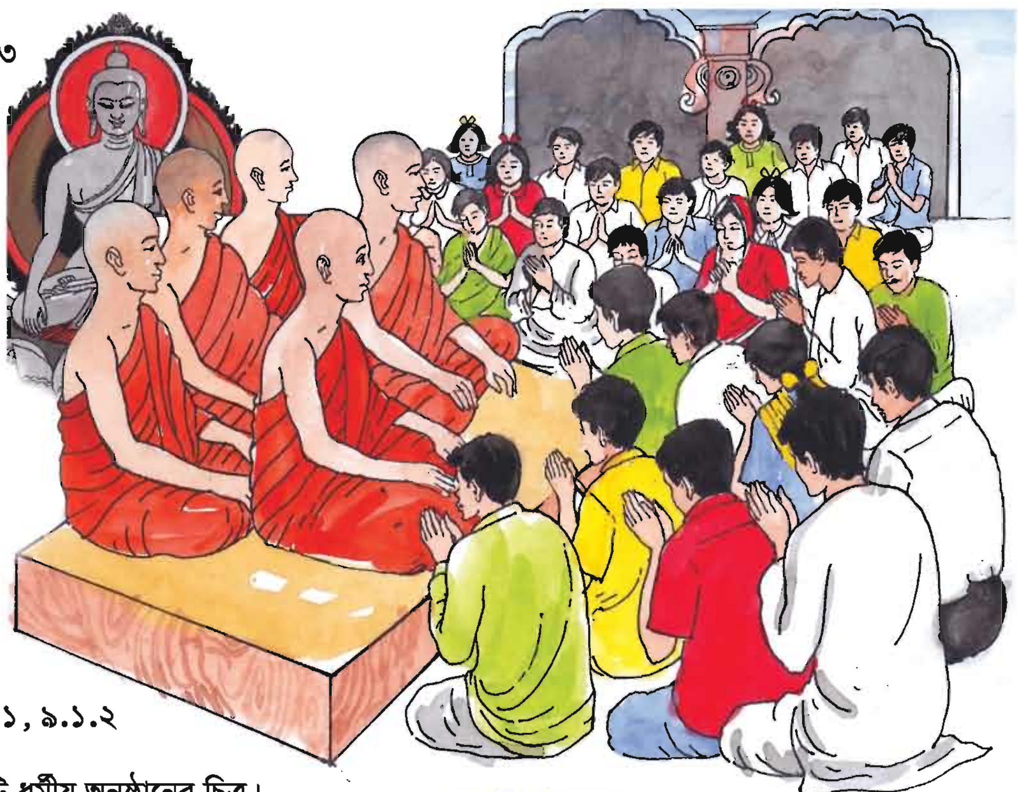
বুদ্ধপূর্ণিমা উদ্‌যাপন

শিখনফল : ৯.১.১, ৯.১.২

উপকরণ : একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চিত্র।

বিষয়বস্তু

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বৈশাখী পূর্ণিমা (বুদ্ধপূর্ণিমা), আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা (মধুপূর্ণিমা), আশ্বিনী পূর্ণিমা (প্রবারণা পূর্ণিমা), মাঘী পূর্ণিমা খুবই তাৎপর্যপূণ। একেক পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা জড়িত বিধায় এগুলো বৌদ্ধদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কঠিন চীবরদান, বুদ্ধপূর্ণিমা অনুষ্ঠান, প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠান, বর্ষাবাস অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাঁকজমক ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছেলে-মেয়েরা পরিবারের গুরুজনদের সাথে বৌদ্ধ বিহারে যায়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা বসে। এগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দের সাথে উপভোগ করে। এতে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। অপরিচিত পরিজনের সাথেও পরিচয় ঘটে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। সংক্ষেপে পূর্বপাঠের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করবেন। অতঃপর উপকরণের ছবিটি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শনপূর্বক জিজ্ঞাসা করবেন- এটি কিসের ছবি? যারা বলতে পারবে হাত তোল। যারা সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হবে তাদের উৎসাহিত করবেন। যারা উত্তর দিতে পারবে না শিক্ষক তাদের উত্তর বলে দেবেন। অতঃপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলবেন এবং কীভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে পরিচিত হতে পারবে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক পুনরায় বলে দেবেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে এরূপ দুইজন বন্ধুর নাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম কী কী?
২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কার কার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে?
৩. ধর্মীয় অনুষ্ঠান কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয়?

পাঠ-৩

শিখনফল : ৯.২.১, ৯.২.২, ৯.২.৩

উপকরণ : পৃষ্ঠা-৩২ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

বুদ্ধপূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের জন্য অতি পরিচিত। বুদ্ধপূর্ণিমার অপর নাম হলো বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ জন্ম, বুদ্ধত্ব ও মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে একে বুদ্ধপূর্ণিমা বলা হয়। এ পূর্ণিমার সাথে তিনটি মহৎ ঘটনা জড়িত। তাই এর নাম ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পূর্ণিমা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধপূর্ণিমা হিসেবে উদযাপন করে থাকে। প্রতিটি পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা মা বাবা ও বড়জনদের সাথে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে পূজা দেয়, বাতি জ্বালায়, বন্দনা করে ও বড়জনদের শ্রদ্ধা জানায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দুইজন পারগ ও দুইজন দুর্বল শিক্ষার্থীকে একটি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ব পাঠ যাচাই করবেন। এরপর শিক্ষক সুন্দরভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি পূর্ণিমার সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে চেষ্টা করবেন। তবে বুদ্ধপূর্ণিমার গুরুত্ব ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের কোন পূর্ণিমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক পুনরায় বলে দেবেন। শিক্ষার্থীরা কাদের সাথে পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে যেতে হয় তা খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন

১. কোন পূর্ণিমায় বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপিত হয়?
২. কার সাথে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যায়?

পাঠ–৩

শিখনফল : ৯.৩.১, ৯.৩.২

উপকরণ : পৃষ্ঠা–৩২ এর অনুরূপ চিত্র।

বিষয়বস্তু

বৌদ্ধরা সাধারণত প্রবারণা পূর্ণিমা, বুদ্ধপূর্ণিমা এগুলোকে উৎসব হিসেবে উদযাপন করে থাকে। বুদ্ধ পূর্ণিমাকে প্রধান ধর্মীয় উৎসব বলা হয়। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হয়। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। অপরিচিত আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিটি ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে মা–বাবা ও বড়জনদের সাথে ছেলে–মেয়েদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া উচিত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্বে বিষয়বস্তুটি পড়ে নেবেন। অতঃপর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পরে পূর্ব পাঠ যাচাই শেষে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন। এরপর শিক্ষক বিষয়বস্তুটি সুন্দর ও নির্ভুল উচ্চারণ করে পাঠ করবেন এবং মা–বাবা ও বড়জনদের সাথে পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে গেলে কী কী উপকার সাধিত হয় তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বৌদ্ধদের প্রধান পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের নাম কী জিজ্ঞাসা করবেন। প্রত্যেকে যাতে বলতে পারে শিক্ষক সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দেবেন। প্রত্যেককে খাতায় দুইজন আত্মীয়ের নাম ও সম্পর্ক লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

১. বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম কী?
২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের দ্বারা কী কী উপকার হয়?

সাধারণ নির্দেশনা

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।

২. শিক্ষক নির্দেশিকার পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

৪. পাঠ শিরোনাম " --------- " বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

৬. শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৭. পঠন–পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/ চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন।

৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।

১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

১২. শিক্ষককেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন।

১৩. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।

১৪. ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের কখনো তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।

১৫. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের " ধন্যবাদ " জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।

১৬. মূল্যায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা করবেন।

১৭. শিক্ষার্থীদের দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।

১৮. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।

১৯. শিখন শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

সমাপ্ত